দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 FEB 1997 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫ ...

18

ডিপ্লোমা চিকিৎসক ও মেডিকেল স্কুল

১৯৭৬ সালে দেশের ৪টি বিভাগে ৪টি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান হইতে যাহারা ৩ বছর মেয়াদী মেডিকেল ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করিয়া বাহির হন তাহাদের প্রথম-দিকে বিভিন্ন ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার পদে নিয়োগদান করা হয়। পরবর্তীকালে তাহাদের পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ইনচার্জ এবং থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও (২টি) পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। ডি, এম, এফ ডিগ্রীধারী ডিপ্লোমা চিকিৎসকবৃন্দ ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে প্রণীত আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল হইতে চিকিৎসক হিসাবে রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষমতাধারী হইয়াছেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তাহাদের বিভ্রান্তিকর মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট পদবীর জন্য। কারণ একই বিভাগে হেলথ এসিস্ট্যান্ট, ফ্যামিলি প্লানিং এসিস্ট্যান্ট পদবীধারী অচিকিৎসক অধঃস্তন কর্মচারীও রহিয়াছেন। অন্যদিকে সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের পদবী সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার। এমতাবস্থায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উহার অধীনস্থ ২টি অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন, সুপারিশ প্রণয়ন ও মূল্যায়ন শেষে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ৪ঠা জুন '৯৬ এক প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট পদের পদবী সাব-এসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার করেন। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নির্দেশ জারির মাত্র ১২ দিন পর অর্থাৎ ১৬ই জুন সারা দেশে এই আদেশ বাস্তবায়ন করেন। অথচ স্বাস্থ্য মহাপরিচালক সরকারী আদেশ পালন না করিয়া রহস্যজনক আচরণ শুরু করেন। সরকার ০৭-০৮-৯৬ তারিখে পুনরায় স্বাস্থ্য মহাপরিচালককে সরকারী আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করিলেও তিনি তাহা মান্য করেন নাই। ফলে স্বাস্থ্য বিভাগের ২২ শত ডিপ্লোমা চিকিৎসক আজ চরম হতাশাগ্রস্ত।

এ প্রসঙ্গে আরও ১টি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন : দীর্ঘ ৮ বৎসর সরকারী আদেশ ছাড়াই বন্ধ থাকিবার পর ২ বছর পূর্বে ৫টি মেডিকেল স্কুল খুলিলেও উহা লইয়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আবারও ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে। গত বছর ৭/৮ মাস দেরীতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হইয়াছে। এ বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে সেশন শুরু হইবার কথা থাকিলেও অদ্যাবধি ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তিই প্রকাশ করা হয় নাই। তাই আমার মতে, এ সকল অপকর্ম রোধকল্পে এবং সুষ্ঠু মান রক্ষার্থে মেডিকেল স্কুলগুলিকে অন্যান্য ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ন্যস্ত করা জরুরী। ডিপ্লোমা চিকিৎসকের অভাবে যেক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ১৬২টি উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের শূন্য পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না সেক্ষেত্রে হাজার হাজার শিক্ষিত বেকারের এ দেশে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মেডিকেল স্কুল চিরতরে বন্ধের প্রস্তাব হাস্যকর।

উল্লেখিত সমস্যাবলীর আশু সমাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—অধ্যাপক মতিয়ার রহমান,
নওয়াপাড়া, যশোর।